দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 23 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

185
Act
95

ছাত্রীদের বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে ইডেন কলেজে অপ্রীতিকর ঘটনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাষ্ট্রপতি এরশাদকে বিমানবন্দরে সংবর্ধনা জানানো উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকালে ইডেন কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাত্রীদের বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে।

কলেজের হোস্টেলবাসী ছাত্রীদের পক্ষ থেকে কলেজের ছাত্রী ঐক্য পরিষদের নেত্রী শিরীন সুলতানা, রুহানা বেগম, নাসিমা বেগম ও আফরোজা বেগম 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে জানান, কলেজের অধ্যক্ষা ছাত্রীদেরকে বিমানবন্দরে নিয়ে যাবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ রয়েছে বলে অধ্যক্ষা ছাত্রীদের জানান। এ ধরনের অভূতপূর্ব নির্দেশে বিস্মিত ছাত্রীরা বিমানবন্দরে যেতে অস্বীকার করে। এ পরিস্থিতিতে সরকার সমর্থক কিছু ছাত্রীকে সকাল ৬টায় বিআরটিসি'র (ঢাকা মেট্রো চ-৭৩৭৫) একটি বাসে

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

অপ্রীতিকর ঘটনা

(১ম পাতার পর)

বিমানবন্দরে নিয়ে যাবার সময় কলেজের সামনে উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক বাসটি আক্রান্ত হয়। ঢিল-পাটকেলে বাসটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কয়েকজন ছাত্রী আহত হয়। এ ঘটনার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ লালবাগ থানায় খবর দিলে একদল পুলিশ কলেজে আসে।

ঐক্য পরিষদের নেত্রীরা অভিযোগ করেছেন, অধ্যক্ষা এখন বিমান বন্দরে না যাবার অজুহাতে এবং বাস-আক্রান্তের ঘটনার সাথে মিথ্যাভাবে তাদেরকে জড়িয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়াস পাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে গতকাল বিকেলে অধ্যক্ষার বাসায় যোগাযোগ করা হলে বলা হয়, তিনি হোস্টেলে গেছেন। একজন ছাত্রী আহত হয়েছে। তাকে মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী বাসটিতে হামলা চালিয়ে কাঁচ ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছলে তারা চলে যায়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানান, বিমানবন্দরে ছাত্র-ছাত্রীদের হাজির করানোর ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি।

জানা গেছে, ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে আরো কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত ইডেন কলেজ কর্তৃপক্ষকেও একটি চিঠি দেয়া হয়েছিল যেন তারা ছাত্রীদের নিয়ে বিমানবন্দরে যান।

গতকালের এ ঘটনার ব্যাপারে লাল... থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে কেউ গ্রেফতার হয়নি।

ইডেন কলেজ ছাত্রী ঐক্য পরিষদ

ঘটনা সম্পর্কে ইডেন কলেজ ছাত্রী ঐক্য পরিষদ এক বিবৃতিতে বলেছে বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে সংবর্ধনার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ জোর করে ছাত্রীদেরকে হোস্টেল থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ছাত্রীদের প্রতিরোধের মুখে তা ব্যর্থ হলে এক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ মহিলা পুলিশ ও পুলিশ নিয়ে এসে ছাত্রীদের বিমানবন্দরে পাঠানোর চেষ্টা করে। ছাত্রীরা সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ করে দিলে পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্রীদের ওপর হামলা করে। এতে শিক্ষিকাসহ কয়েকজন ছাত্রী আহত হন।

বিবৃতিতে বলা হয় যে, কলেজের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন ছাত্রীর ওপর অন্যায়ভাবে কোন নিবর্তনমূলক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হলে উদ্ভূত পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠনের ঢাকা মহানগরী শাখা এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা মহানগরী শাখা পৃথক বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দা করে ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানিয়েছে।